প্রথম আলো

তারিখ ... 6. FEB. 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ১ ...

প্রতিক্রিয়া ■ রায়হান রাইন

‘ছাত্ররাজনীতির আজ আর প্রয়োজন নেই’

প্রথম আলোর ৩১ জানুয়ারি সংখ্যায় গালিব আহসান খান ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। কেননা তিনি দেখতে পেয়েছেন অতীতে ছাত্ররাজনীতির যে গৌরবময় ভূমিকা ছিল, আজ তা হারিয়ে গেছে। জাগ্রত জনতা ছাত্রসমাজের কোনো সাহায্য ছাড়াই দিনবদলের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এবং গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। ছাত্রদের উচিত পড়ালেখা করে ‘ভালো মানুষ’ হওয়া। তাদের রাজনীতি করার দরকার নেই।

নিবন্ধটি পড়ে বোঝা যাচ্ছিল, গালিব আহসান খান ছাত্ররাজনীতিকে মাস্তাননীতির সঙ্গে অভিন্ন ধরে নিয়েছেন। সেটা ধরে নেওয়ার কিছু কারণ অবশ্যই আছে। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, সেই মাস্তাননীতি বন্ধ করার কথা বলতে গিয়ে লেখক খোদ ছাত্ররাজনীতিকেই বিলুপ্ত করার প্রস্তাব দিয়ে বসেছেন। এমন ঘটলে সেটা হবে আঁতুড়ঘরের আবর্জনা ফেলতে গিয়ে অসতর্কভাবে শিশুটিকেই ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়ার মতো একটা ব্যাপার।

লেখক বলেছেন, ছাত্ররাজনীতি তার অতীতের গৌরব হারিয়ে ফেলেছে। ‘কীভাবে হারাল’ এর উত্তরে তিনি বলছেন, সবকিছুই বদলায়, সভ্যতার শুরু আছে, শেষও আছে— ছাত্ররাজনীতি একসময় ছিল, এখন সেটা হারিয়ে গেছে। লেখক এই ‘হারিয়ে যাওয়া’টাকে অন্য সব পরিবর্তনের মতো স্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়া হিসেবে দেখলেন। এর পেছনের স্থানিক এবং বৈশ্বিক কারণ এবং দায়দায়িত্ব খুঁজলেন না। আমরা মনে করি, ছাত্ররাজনীতির হারিয়ে যেতে থাকা এবং সেখানে মাস্তাননীতির প্রাদুর্ভাব ঘটার বিষয়টি আপনা-আপনি হয়নি এবং যে মাস্তাননীতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বহাল আছে, নিছক ঘোষণা দিয়ে সেটাকে বন্ধ করা সম্ভবপর হবে না। এর মোকাবিলা সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবেই কেবল হতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনীতির নামে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজির যে ব্যবসা চলছে, তার সঙ্গে গাঁটছড়ার সম্পর্কে বাঁধা আছে শিক্ষকদের স্বার্থকেন্দ্রিক দলাদলি। একটি রেখে অন্যটি বন্ধ করার প্রস্তাব কথার কথা মাত্র। সেই মুখের কথায় চিঁড়া ভেজানো’ বৃথা চেষ্টাই শুধু। আমরা জানি, রাষ্ট্রক্ষমতায় যারাই থাকুক তাদের ক্ষমতার প্রয়োগ ও শাসনকে স্বচ্ছন্দ করতে তারা রাষ্ট্রের অন্য সত্য-অপেক্ষকের মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও তারা নিজেদের অনুকূলে রাখতে তৎপর থাকে। উপাচার্য নিয়োগকে হাতে রেখে সেই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার শুরু। উপাচার্য ও তাঁর দল একই সূত্রে দলীয় নিয়োগ দেওয়া, মাস্তানবাহিনী তোষণ ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষমতার পরিধিকে নিজের অনুকূলে রাখে। মাস্তানবাহিনীর দ্বিপাক্ষিক প্রতিষ্ঠা এভাবেই হয়ে থাকে। নিবন্ধের লেখক মাথা না নাড়িয়ে ছাত্ররাজনীতির কান টেনে তাকে ঘরের বাইরে পাঠাতে চেয়েছেন। আসলে ঘরের বাইরে পাঠানো দরকার শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের পারস্পরিক অপরাজনীতির ব্যবসাকে। এই প্রয়োজনটি আছে বলেই সুস্থ ধারার শিক্ষক ও ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনও রয়ে গেছে।

> বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনীতির নামে সন্ত্রাস চাঁদাবাজির যে ব্যবসা চলছে তার সঙ্গে গাঁটছড়ার সম্পর্কে বাঁধা আছে শিক্ষকদের স্বার্থকেন্দ্রিক দলাদলি। একটি রেখে অন্যটি বন্ধ করার প্রস্তাব কথার কথা মাত্র। সেই মুখের কথায় চিড়া ভেজানো বৃথা চেষ্টাই শুধু।

লেখক বলেছেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভেতর দিয়ে যে ‘দিনবদল’ হয়েছে, সেখানে ছাত্ররাজনীতি ছিল না, জাগ্রত জনতাই সেটা করেছে। বলেছেন, নির্বাচনের জয়-পরাজয়ে যেহেতু ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজন ছিল না, সুতরাং একে ধরে রাখা সামর্থ্যের অপচয় মাত্র। এ কথাগুলোর মধ্য দিয়ে লেখক ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তাকে অত্যন্ত খাটো করে দেখেছেন। এই যদি হতো ছাত্ররাজনীতির ভূমিকা, তবে এর বিলোপে আমাদের জাতীয় জীবনে ইতরবিশেষ কিছু হতো বলে মনে হয় না।

শিক্ষার্থীরা পড়ালেখা করে অবশেষে অগাধ শান্তি-কল্যাণ বয়ে আনবে—তারা কেন রাজনীতিতে জড়াবে..., লেখকের এমন মন্তব্য খুবই বায়বীয়। সুখ-শান্তি, সুন্দর-কল্যাণ ইত্যাদি কি সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যাপার? আর যে রাজনীতিকে তিনি অস্পৃশ্য ভাবছেন, তাকে মোকাবিলা না করে শান্তি-কল্যাণের জন্য কীভাবে সে প্রস্তুত হবে? ব্যাপারটা এমন যে ছাত্রাবস্থায় চারপাশের অন্যায় ব্যবস্থাগুলো দেখে আপাতত সে পাশ কাটিয়ে যাবে, সহ্য করে যাবে। প্রশ্ন হলো, এই কায়দায় আদৌ সে শান্তি-কল্যাণের জন্য যোগ্যতর হয়ে উঠতে পারে কি না। আমরা মনে করি, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ন্যায়-অন্যায়কে উপলব্ধি ও তৎপরতা দিয়ে ভেদ করার ভেতর দিয়ে ঘটতে পারে। পুস্তক-নির্ভরতা এবং নিষ্ক্রিয় শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কেবল ভবিষ্যতের একেকজন কেরানি তৈরি করে নিতে পারে মাত্র।

লেখক বলেছেন, ছাত্ররা আন্দোলন করবে কেবল ক্যাম্পাসের ভেতর এবং সেটা করবে শিক্ষার সুন্দর পরিবেশের দাবিতে। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, লেখকের এই বক্তব্য তাঁর ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবির বিরুদ্ধেই যায়। কেননা, ‘শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ’ সহজ ব্যাপার নয়। স্থানিকভাবে ‘ক্যাম্পাস’কে আলাদা দেখা গেলেও এর ভেতর ও বাইরের রূপ ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গোটা বাংলাদেশ। ক্যাম্পাসের শিক্ষার পরিবেশ যে কারণে অসুন্দর হয়, তার দিকে তাকালেই সেটা বুঝতে পারা যাবে। আর সেই সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করার প্রয়োজনেই সুস্থ ধারার ছাত্ররাজনীতি প্রয়োজনীয় হয়ে থাকবে সব সময়।

● রায়হান রাইন: শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।